‘আমি এশিয়া এনার্জির আইনি দিকটা দেখি। তাদের কোনো প্রকার চুক্তির সঙ্গে জড়িত নই’

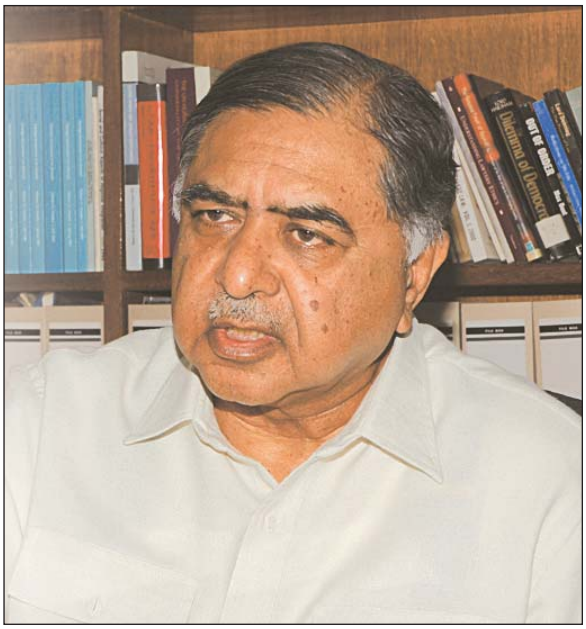

ড. কামাল হোসেন
আইন বিশেষজ্ঞ

ড. কামাল হোসেন। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রণেতা। দেশের প্রথম আইনমন্ত্রী। একই সঙ্গে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী। দেশে আজ তেল-গ্যাস-কয়লার ক্ষেত্রে যে প্রডাকশন শেয়ারিং চুক্তির কথা শোনা যায়, তার প্রথম খসড়া নীতিও এসেছে এ বিজ্ঞ আইনজ্ঞের হাত ধরেই। দেশে যেমন পরিচিতি, বিশ্বের উন্নত দেশেও সমধিক পরিচিত ড. কামাল। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হয়ে একবার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করেছেন। গণফোরাম সমৃদ্ধ বাংলাদেশ থেকে সংসদ সদস্য পদের জন্য ঢাকা-১২ আসন থেকে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। প্রতিটি নির্বাচনে ফলাফল অবিশ্বাস্য হতাশাজনক। দেশের জনগণ তাকে নির্বাচনে ভোট না দিলেও সম্মানের উচ্চ মার্গে স্থান দিয়েছেন এ কথা বলা যায় নিঃসন্দেহে। ড. কামাল হোসেন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এখনো উজ্জ্বল। তিনি বর্তমান সরকার পতন আন্দোলনের ১৪ দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা। সম্প্রতি দেশের কয়লানীতি প্রণয়ন নিয়ে আলোচনা চলছে। সম্পৃক্ত বিশেষজ্ঞরা বলছেন কয়লানীতি নিয়ে যা করা হচ্ছে তা বিদেশী কোম্পানির স্বার্থোদ্ধার হবে। ঠিক এ রকম একটি সময় কয়লা নেয়ার জন্য বিদেশী কোম্পানি এশিয়া এনার্জি কাগজপত্র দেখে যায় ড. কামাল হোসেন এন্ড এসোসিয়েটের নাম। অবাক হয়ে অনেকে কথা তুলেছেন, এমন একজন আইনজ্ঞ যিনি দেশের মানুষের পক্ষে কাজ করার কথা বলছেন মিটিং-মিছিলে, অথচ দেশবিরোধী বহুজাতিক কোম্পানির তিনি আইন উপদেষ্টা হন কীভাবে। প্রশ্ন ছুঁড়েছেন, সাপ্তাহিক ২০০০-এর গোলটেবিল বৈঠকে। গত ১১ ফেব্রুয়ারি ‘প্রসঙ্গ ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে প্রশ্ন উঠেছিল, ড. কামাল হোসেনের মতো আইনজ্ঞ এশিয়া এনার্জির আইন উপদেষ্টা হয়েছেন কেন?
গোলটেবিল বৈঠকের সেই প্রশ্ন নিয়ে কথা হয় ড. কামালের সঙ্গে ১৬ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৩টায়। প্রচন্ড ব্যস্ত ড. কামাল হোসেন উত্তর দিলেন...সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সাজেদুর রহমান**

সাপ্তাহিক ২০০০ : কানসাটে গিয়েছিলেন...

ড. কামাল হোসেন : ওখানে গিয়েছিলাম সরজমিনে দেখতে। বিদ্যুতের দাবিতে ওখানে অনেকগুলো মানুষ প্রাণ দিয়েছে।

২০০০ : বিদ্যুৎ সংকট চলছে। তেলের দাম চড়া।

ড. কামাল : হ্যাঁ, সরকারের কাছে কিন্তু হিসাব আছে জ্বালানির কি পরিমাণ চাহিদা আছে। প্রতি মাসে কি পরিমাণ চাহিদা তা নির্ণয় করে সেভাবে পরিবেশন করা যেতে পারে। কতকগুলো ক্ষেত্রে সরকার বাড়তি খরচ করছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের অযথা খরচ কমিয়ে করা উচিত। দেশের অর্থনীতির ৬০ ভাগ আসে কৃষি থেকে। সেই কৃষকের ওপর লক্ষ্য রাখা উচিত। গুরুত্ব দিতে হবে ও দিকেই।

২০০০ : তেল-বিদ্যুৎ-গ্যাস সবক্ষেত্রেই সংকট।

ড. কামাল : এই সংকট বানানো সংকট। ইচ্ছে করলে অনায়াসে সংকট দূর করা যায়। সভা সমাবেশ করে যে অর্থ খরচ হয়, মন্ত্রী, আমলাদের পেছনে যা খরচ হয় তা কমিয়ে আনতে পারলে সংকট অনেকখানি কমিয়ে আনা সম্ভব। এছাড়া সরকার বন্ধুহীন একটি রাষ্ট্রতে পরিণত হয়েছে। বন্ধু রাষ্ট্ররা অনেক সময় কম টাকায়, কিংবা বাকিতেও জ্বালানি সহায়তা করতো। ’৭২ সালে আমি আইনমন্ত্রীর সঙ্গে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ছিলাম। তখন কী কঠিন অবস্থার মধ্যে এ ঘাটতিগুলো পূরণ করতে হয়েছে। তখন কী বিপুল সহায়তা পেয়েছি। আমরা পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে পেয়েছি। আরব ও কুয়েত থেকে পেয়েছি।

২০০০ : আপনি বলছেন জ্বালানি নিয়ে সংকট তৈরি করা হয়েছে। এ রকম সংকট দেখিয়ে কয়লা উত্তোলন করতে চাইছে সরকার। আপনি কি মনে করেন।

ড. কামাল : দেশের প্রয়োজনে কয়লা বা জ্বালানি তোলা যেতে পারে। তবে তা কীভাবে, কার সঙ্গে হলো, প্রতিটি বিষয়ে স্বচ্ছ হতে হবে। জনগণের সম্পদ কার কাছে কীভাবে চুক্তি হচ্ছে তা জানার অধিকার আছে। শুধু এই কয়লা নয়। সরকার অনেক বিষয়ে তাড়াহুড়া করে। অস্বচ্ছ রাখে। জনগণ থেকে আড়াল রাখে। সরকারের এসব আচরণে আমাদের সন্দেহ জাগায়। এবং নানাভাবে জানতে পারি, সরকারের মন্ত্রী, আমলারা দুর্নীতি করছে। এই তো কয়েকদিন আগেও শুনেছি জ্বালানি মন্ত্রী মাহমুদুর রহমান বলছে, আমলারা অনিয়ম করে। তাদের দুর্নীতির কারণে কোনো ভালো পদক্ষেপ নেয়া যায় না। মন্ত্রীর ক্ষমতা আমলাদের উপরে। মন্ত্রী দুর্নীতিবাজ আমলাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা রাখে। মন্ত্রী যদি শক্ত হয় সৎ হয় তবে আমলাদের অনিয়ম রোধ করা যায়।

২০০০ : আমরা কয়লা নিয়ে আর একটু কথা বলতে চাই। সম্প্রতি ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প নিয়ে কথা হচ্ছে। আপনি এ বিষয়ে একটু বলুন।

ড. কামাল : ফুলবাড়ীর কয়লা প্রকল্প নিয়ে খুব বেশি কিছু জানি না। ওখানকার (দিনাজপুরের ফুলবাড়ীর) মানুষেরা অস্তিত্বের সংকটে আছে। উন্মুক্ত খনন প্রক্রিয়াটা আমাদের দেশে নতুন। সরকারের উচিত বুঝে শুনে পদক্ষেপ নেয়া।

২০০০ : ফুলবাড়ীতে 'এশিয়া এনার্জি নামে একটি বিদেশী কোম্পানি কয়লা উত্তোলন করবে। আপনি তো এ কোম্পানির আইন উপদেষ্টা...

ড. কামাল : আমি এশিয়া এনার্জির আইনি দিকটি দেখি। একটি বাড়িতে আপনি যদি পাঁচ বছরের বেশি থাকেন তবে একটি লিখিত দলিল দরকার। তারা (এশিয়া এনার্জি) এ দেশে দীর্ঘমেয়াদী কাজ করার পরিকল্পনা রেখেছে। এ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সরাসরি জড়িত হচ্ছে। আমি তাদের এ রকম ক্ষেত্রে আইনি পরামর্শ দিয়ে থাকি। তাদের কোনো প্রকার চুক্তির সঙ্গে জড়িত নই। তারা কীভাবে চুক্তি করবে, এ বিষয়ে আমি বলতে পারবো না। আর এসব বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা বলার কী আছে? আমি ইদানীং দেখি মিডিয়া আমার ব্যাপারে সময় দেয়। আমি মিডিয়াকে বলি, মূল সমস্যার দিকে নজর দেন। নাইকোর ব্যাপারটা একটু দেখুন। টেংরাটিলার একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গ্যাস ধ্বংস করে দিল। আপনি যদি এ বিষয়ে রিপোর্টিং করতে চান আমি কাগজ

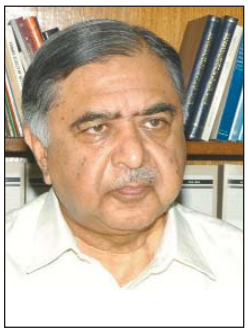

তাদের কোনো প্রকার চুক্তির সঙ্গে জড়িত নই। তারা কীভাবে চুক্তি করবে, এ বিষয়ে আমি বলতে পারবো না। আর এসব বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা বলার কী আছে? আমি ইদানীং দেখি মিডিয়া আমার ব্যাপারে সময় দেয়। আমি মিডিয়াকে বলি, মূল সমস্যার দিকে নজর দেন। নাইকোর ব্যাপারটা একটু দেখুন

(প্রমাণপত্র) দেবো। দেখবেন আইনমন্ত্রী মওদুদের নোট দেয়া কাগজপত্র। মওদুদের বাবা ছিলেন শিক্ষক। আর এখন মওদুদের দুটি বিলাসবহুল বাড়ি। আমি যখন মন্ত্রী ছিলাম, বঙ্গবন্ধু মারা গেলেন, আমার পারিবারিক প্রাইভেটকার বিক্রি করে বিদেশে যেতে হয়েছে।

আপনারা সাংবাদিকতা করেন আপনারা একটু ভেবে দেখেন আপনাদের পত্রিকার মালিক কারা। (আমি আপনাদের ২০০০-কে বলছি না। পত্রিকাটি ভালো লেখে। শাহাদত চৌধুরী তো এ পত্রিকার সম্পাদক ছিল।) এই যে কয়েকদিনের ব্যবধানে কতোগুলো টিভি চ্যানেল এলো। চ্যানেল ওয়ান, আরটিভি, বৈশাখী, বাংলাভিশন। এসব চ্যানেলের মালিক কারা? আপনি গিয়ে খোঁজ নেন, আরটিভি, এনটিভি, চ্যানেল ওয়ানের মালিক কারা। এ বিষয়ে কাগজপত্র তুলতে টাকা লাগলে দিচ্ছি। সরকারি লেজারে দেখেন কাদের নাম। কারা এতো এতো টাকা খরচ করে চ্যানেল দিচ্ছে। কীভাবে এতো টাকার মালিক হচ্ছে।

এখন তো এদের টাকার ডিমান্ড লাখে নেই, কোটিতে। ২, ৫, ১০, ৪০ ও ৫০ কোটি। আপনি চিন্তা করতে পারেন? এদের চাহিদা কি রকম হয়েছে। এখনই ইলেকশন করতে কোটি টাকা লাগে দেশের অনেক জায়গায় গিয়েছে। সবখানেই কোটি টাকা। ঢাকা চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনায় নির্বাচন করতে কোটি কোটি টাকা লাগে। আমাকে অনেকে বলে, আপনি চাইলেই তো আপনাকে কোটি টাকা দেবে। অনেকে দেয়ার কথাও বলেছে। অবশ্য এক জায়গায় কম দেখেছি। কুমিল্লায় একটি আসনে শুনলাম ওখানে ১৭ লাখ টাকা খরচ হয়েছে।

২০০০ : আমার কথা অন্যভাবে নেবেন না। আমি বা আমরা বাংলাদেশীরা আপনাকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখে। একটু আগে আমি ও আমার কলিগ আপনার বিষয়ে কথা বললাম। কলিগ বললো, ড. কামালের মতো গুণী মানুষ দেশে মূল্যায়ন হলো না। এশিয়া এনার্জির কাজ ও কাজের পদ্ধতি বিতর্কিত। এমন একটি বিতর্কিত কোম্পানির ওয়েব সাইটে যখন দেখা যায় আইন উপদেষ্টা ড. কামাল হোসেন এন্ড এসোসিয়েট তখন...

ড. কামাল : আমার তো পেট চালাতে হবে। এটা আমার ব্যবসা। আমার তো সাংবিধানিক অধিকার আছে এভাবে জীবিকা নির্বাহের। এখন কেউ যদি আইনি পরামর্শের জন্য আসে তবে আমি তো তা করতে পারি। এখানে প্রশ্ন তোলার কি আছে? এ রকম প্রশ্ন তুলে আমার সময় নষ্ট করবেন না, প্লিজ। [ড. কামালের চেম্বারে দেয়ালে ঝোলানো ১৯৭২ সালে মন্ত্রিসভার বৈঠকের ছবি দেখিয়ে বলেন] আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। ওই যে ওখানে যারা আছে তারা আর কেউ নেই আমি ছাড়া। অবশ্য মুহাম্মদ আলীও বেঁচে আছেন। আপনারা সাংবাদিকরা মূল সমস্যা নিয়ে কাজ করুন। কাদের কালো টাকায় চলছে চ্যানেলগুলো। কারা নির্বাচনে কোটি কোটি টাকা খরচ করে। কারা বড় বড় কোম্পানির কাছে দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেরা টাকার পাহাড় গড়ছে। আমার সাক্ষাৎকার না নিয়ে তাদের সাক্ষাৎকার নেন। যেমন ফালুর সাক্ষাৎকার নেন। পারবেন? তারেক জিয়ার কাছেই ভিড়তে পারবেন না। আমি এশিয়া এনার্জির সঙ্গে যা করেছি তা অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে করেছি। আমার কাছে সব কাগজ আছে। ডাকুন যারা দেখতে চায়। আপনারা রাউন্ড টেবিল করুন। আমি যাবো।

২০০০ : ১১ তারিখে রাউন্ড টেবিলের আয়োজন...

ড. কামাল : না কয়লা নিয়ে না। এই যে চ্যানেলের মালিক যারা হলো। সরকারি লেজারে মূল কপিতে মালিকের নাম পাবেন।

২০০০ : আমাকে ভুল বুঝবেন না। এশিয়া এনার্জির আইনি উপদেষ্টা হওয়ার ব্যাপারটাকে অনেকে আপনার নৈতিকতাবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

ড. কামাল : কে কি প্রশ্ন তুললো তা নিয়ে আমার কাছে আসা ঠিক হয়নি। আমি মানুষ। বাংলাদেশের নাগরিক। আমার কাজ করার অধিকার আছে। আমি তাই করছি। আমি অনৈতিক কিছু করছি বলে তো মনে হয় না।

২০০০ : আগামী সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন?

ড. কামাল : নির্বাচনে অংশ নেয়ার ব্যাপারে এখনো সিদ্ধান্ত নিইনি। সামনের পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নেবো। কালো টাকার দৌরাত্ম্য এখন পারমাণবিক অস্ত্রের চাইতেও ভয়াবহ। এটাকে আগে প্রতিরোধ করতে হবে। এই যে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয়েছে এটা কার্যত অক্ষম একটা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এরা ঠিকমতো কাজ করলে কালো টাকাকে নিয়ন্ত্রণে আনা যেতো।

আপনারা অনুসন্ধান প্রতিবেদনের মাধ্যমে কালো টাকার মালিকদের মুখশ খুলে ফেলুন। আরটিভি, এনটিভি চ্যানেল করতে যে কোটি টাকা লাগে তা এলো কোথা থেকে। আমাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। দেখবেন আর বেশিদিন নেই। আপনারা দেশের প্রধান সমস্যা নিয়ে কাজ করুন। আপনাদের চোখ অন্যদিকে সরিয়ে রাখার জন্য এ ধরনের ইস্যু তৈরি করা হয়।

২০০০ : আপনার সময় নষ্টের জন্য দুঃখিত...

ড. কামাল : আপনাদের ওপর জনগণের আস্থা অনেক বেশি। কালো টাকার মালিকদের মুখোশ খুলতে পারেন আপনারাই। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ কয়লা ব্যবহারে দেশের স্বার্থকেই দেখতে হবে। আমি সব সময় বিরোধী প্লাটফর্মে থেকে কাজ করছি। বিদেশী কোম্পানি দেশে আসে সরকারি দলের আনুকূল্যেই। আমি মাত্র তিন বছর মন্ত্রী ছিলাম। এরপর পুরোটা সময়ই বিরোধী অবস্থায় আছি। চুক্তি করার ক্ষেত্রে কারা আবেদনপত্রের সঙ্গে নোট লেখে

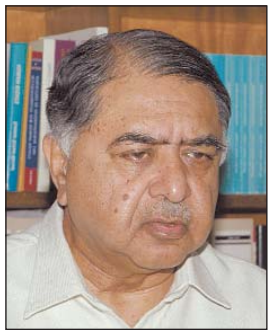

সরকার বন্ধুহীন একটি রাষ্ট্রতে পরিণত হয়েছে। বন্ধু রাষ্ট্ররা অনেক সময় কম টাকায়, কিংবা বাকিতেও জ্বালানি সহায়তা করতো। '৭২ সালে আমি আইনমন্ত্রীর সঙ্গে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ছিলাম। তখন কী কঠিন অবস্থার মধ্যে এ ঘাটতিগুলো পূরণ করতে হয়েছে। তখন কী বিপুল সহায়তা পেয়েছি। আমরা পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে পেয়েছি। আরব ও কুয়েত থেকে পেয়েছি

দেয়? কারা লিয়াজোঁ করে? কতো টাকায় এসব কাগজপত্র নড়াচড়া করে? হোতাদের খুঁজুন। আমি আইন ব্যবসা করি। এটা আমার প্রধান পেশা। এখন কেউ আইনি সহায়তার জন্য এলে আমি তাকে সহায়তা করবো না? এটা তো আমার সাংবিধানিক অধিকার। এসব কোম্পানির চুক্তিতে লাখের কোনো ব্যাপার নেই। কোটি কোটি টাকার ব্যাপার। ৫ থেকে ৫০ কোটি পর্যন্ত লেনদেন হয়। আমার কাছে অনেক দলিল আছে। আমি জীবনে যা করেছি তার সবই স্বচ্ছতার সঙ্গে করেছি।

ফ্রি জব কনসালটেন্সি

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস Lv‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
২২/১৫, খিলজী রোড, শ্যামলী মোঃপুর, ঢাকা
৯১৩৭৪৫০, ০১৭৮১৯৪৭৫৩

সমকালীন বিষয়ে আহ্সান কবীরের বুদ্ধিদীপ্ত ও আনন্দদায়ক অনুকাব্য সংকলন

শরমের ট্যাবলেট

পাওয়া যাচ্ছে
একুশে বইমেলায়
উন্মাদের
স্টলে